

বাংলাদেশ নথি বিত্ত



# বাংলাদেশ গেজেট

আঠারও নংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, জুনাই ২, ১৯৯০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, গজলী উন্নয়ন ও সমবর্তন বৃক্ষবাসন  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
পার্বত জেলা অনুবিভাগ  
শাখা-পাইজ-১

## প্রজাপন

চাক, ১৬ই আগস্ট, ১৩৯৭/১লা জুনাই, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ২৬০-জাইন/১০/পাই-১—খাগড়াছড়ি পার্বত জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ  
আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০) এর ৬৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলো সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা  
প্রদলন করিসেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম।—এই বিধিমালা খাগড়াছড়ি পার্বত জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ  
(আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না ধাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “আপীল কর্তৃপক্ষ” বলিতে সরকারকে বুঝাইবে;

(খ) “আইন” বলিতে খাগড়াছড়ি পার্বত জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯  
(১৯৮৯ সনের ২০) কে বুঝাইবে;

(গ) “কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা” বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের  
জন্য নিয়োজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে।

(গ) এই বিধিমালার ব্যবস্থত অন্যান্য শব্দ ও অভিবাচিসমূহ খণ্ডাছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২০) এর ২ ধারার মেই অর্থ ব্বাবো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। কখন এবং কাহার নিকট আগৈল করিতে হইবে।—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আইন বা তদবীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্রান্ত হইলে ঐ আদেশ আরো হইবার এক্ষেত্রে মধ্যে এই ব্যক্তি আদেশটির বিরুদ্ধে আগৈল কর্তৃপক্ষের নিকট আগৈল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। আগৈল দায়েরের পদ্ধতি।—আগৈলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, যাহাতে বিদরের স্বীকৃত বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আগৈল করা হইতেছে তাহাকে একটি সত্যাগ্রিত নকল সংযোগ করিতে হইবে। লিখিত আগৈলটি রেফিউড' ডাকবোকে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আগৈল কর্তৃপক্ষের নিকট পেঁচাইতে হইবে।

৫। কোটি ফি।—আগৈলের দরজন্মস্তুতি কেট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। আগৈল নিষ্পত্তি।—(১) আগৈল কর্তৃপক্ষ আগৈল প্রাপ্তির পর পৰি পরিষদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকৃত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আগৈল কর্তৃপক্ষ সেইশুলি ব্যাধ্যথাভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে বিবরণ কর্তৃপক্ষের জন্য একজন কর্তৃপক্ষ প্রাপ্ত কর্মকর্তা নিরোগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আগৈলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। আগৈলকারীর অধিকার।—আগৈল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগৈলের শ্বনানীকালে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন স্থানীয় ভদ্রত অনুষ্ঠানকালে আগৈলকারী নিজে উপর্যুক্ত ধারিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিবৃক কেবল আইনজীবী তাহার অতিরিক্ত করিতে পারিবেন।

৮। পরিষদ ও আগৈলকারীর নিকট আদেশ জাপন।—আগৈল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগৈলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যাগ্রিত অন্তর্লিপি পরিষদ এবং আগৈলকারীকে অবগত এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। রাহিতকরণ।—পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে Local Council Appeal Rules, 1960 এতজ্বার রাহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপর্যায়ের আদেশক্রমে  
আহাম্বাদ আবু হেলা  
সাচিব।

## অজ্ঞান

ঢাকা, ১৬ই আগস্ট, ১৩৯৭/১লা অক্টোবর, ১৯৯০

নথ এস, আর, ও ২৬১-আইন/১০/পার্জ-১—রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) এবং ৬৮ ধারায় প্রদত্ত অভিযোগে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরনাম।—এই বিধিমালা রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

- (ক) “আপীল কর্তৃপক্ষ” বলিতে সরকারকে বুঝাইবে;
- (খ) “আইন” বলিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) কে বুঝাইবে;
- (গ) “কর্তৃপক্ষপ্রাপ্ত কর্মকর্তা” বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের অন্য নিরোজিত কর্মকর্তাকে বুঝাইবে;
- (ঘ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ ও অভিযোগিসমূহ রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ১৯) এর ২ ধারায় যেই অর্থ বুঝানো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। কথন এবং কাহার নিকট আপীল করিতে হইবে।—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিস্টর্প কিছু না থাকিলে, আইন বা তদধীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন বাস্তি সংকলন হইলে এই আদেশ জারী হইবার এক খাসের মধ্যে এই বাস্তি আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দায়ের করিতে পারিবেন।

৪। আপীল দায়েরের পদ্ধতি।—আপীলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, বাহাতে বিষয়ের সূচনাপত্র বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার একটি সত্যায়িত নকল সংবর্ধন করিতে হইবে। লিখিত আপীলটি মৌলিকভাবে ডাকযোগে কিংবা বাস্তিগতভাবে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট পেঁচাইতে হইব।

৫। কোর্ট ফি।—আপীলের দরখাস্তটিতে ১০ (দশ) টাকা মূল্যের কোর্ট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। আপীল নিষ্পত্তি।—(১) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর পরিষদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকর্ত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আপীল কর্তৃপক্ষ সেইস্থলী ব্যথাযথভাবে পরামীক্ষা করিবেন অবং প্রয়োজন মনে কৰিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন কর্তৃপক্ষপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। আপীলকারীর অধিকার।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের স্থানীয়কালে অথবা কর্তৃপক্ষে কর্মকর্ত্তা কর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন স্থানীয় তদন্ত অন্তর্ঠানকালে আপীলকারীর নিজে উপস্থিত থাকতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিয়ন্ত্রণে কোন আইনজীবী তাহার অভিনন্দিত করিতে পারিবেন।

৮। পরিষদ ও আপীলকারীর নিকট আদেশ জাপন।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যাগ্রহ অন্তর্লিপি পরিষদ এবং আপীলকারীকে অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। রাহিতকরণ।—পার্বতা জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষেত্রে Local Councils Appeal Rules, 1960 এতদ্বারা রাহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপ্রতির আদেশক্রমে  
সোহাম্বদ আবৃত হোলা  
সচিব।

### প্রকাশন

চাক, ১৬ই অক্টোবর, ১৩৯৭/১লা ঢুলাই, ১৯৯০

নং এস, আর, ও ২৬২-আইন/১০/পাঞ্জে-১—বাল্দরবান পার্বতা জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) এর ৬৮ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেনঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিখনামা।—এই বিধিমালা বাল্দরবান পার্বতা জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ (আপীল) বিধিমালা, ১৯৯০ নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় ও প্রসংগের পরিপন্থ কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) “আপীল কর্তৃপক্ষ” বলিতে সরকারকে বুঝাইবে;

(খ) “আইন” বলিতে বাল্দরবান পার্বতা জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) কে বুঝাইবে;

(গ) “কর্তৃপক্ষে কর্মকর্ত্তা” বলিতে আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থানীয় তদন্ত সম্পাদনের জন্য নিয়োজিত কর্মকর্ত্তাকে বুঝাইবে;

(ঘ) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহ বাল্দরবান পার্বতা জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ২১) এর ২ ধারার যেই অর্থ বুঝানো হইয়াছে, সেই একই অর্থ বহন করিবে।

৩। কখন এবং কাহার নিকট আপীল করিতে হইবে।—এই আইন বা ইহার অধীনে প্রণীত বিধিমালায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, আইন বা তদবীনে প্রণীত বিধি বলে পরিষদ বা পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশে কোন বাস্তু সংক্ষেপ হইলে ঐ আদেশ জারী হইবার এক মাসের মধ্যে ঐ বাস্তু আদেশটির বিরুদ্ধে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল দাতার করিতে পারিবেন।

৪। আপীল দায়েরের পদ্ধতি।—আপীলটি অবশ্যই লিখিত আকারে দায়ের করিতে হইবে, যাহাতে বিষয়ের সম্পর্ক বর্ণনা থাকিবে এবং যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে তাহার একটি সত্যায়িত নকল সংযুক্ত করিতে হইবে। লিখিত আপীলটি রেজিস্টার্ড ডাকযোগে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট পেঁচাইতে হইবে।

৫। কোর্ট ফি।—আপীলের দরখাস্তটিতে ১০ (দশ) টাকা ম্ল্যের কোর্ট ফি লাগাইতে হইবে।

৬। আপীল নিষ্পত্তি।—(১) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল প্রাপ্তির পর পরিযদ অথবা ইহার চেয়ারম্যানের নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি তলব করিবেন।

(২) তলবকৃত নথি, রেকর্ড পত্র ও তথ্যাদি প্রাপ্তির পর আপীল কর্তৃপক্ষ সেইগুলি যথাযথভাবে পরীক্ষা করিবেন এবং প্রয়োজন মনে করিলে বিষয়টি তদন্তের জন্য একজন কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করিয়া তাহার প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আপীলটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৭। আপীলকারীর অধিকার।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের শুনানীকালে অথবা কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তা কর্তৃক অন্তিম কোন স্থানীয় তদন্ত অন্তর্ভুক্ত আপীলকারী নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন অথবা ইচ্ছা করিলে তাহার নিযুক্ত কোন আইনজীবী তাহার প্রতিনিধিত্ব করিতে পারিবেন।

৮। পরিযদ ও আপীলকারীর নিকট আদেশ জাপন।—আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপীলের উপর প্রদত্ত আদেশের সত্যায়িত অন্তর্ভুক্ত পরিযদ এবং আপীলকারীকে অবগতি এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। রাহিতকরণ।—পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিযদের ক্ষেত্রে Local Councils Appeal Rules, 1960 এতদ্বারা রাহিত করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে  
মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ  
সচিব।